R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা ( মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ২০শে আগষ্ট, ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ মাত্র

## মাননীয় কারামন্ত্রী খবর রাখেন কি ?

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর সাব জেলে কয়েদীদের দুর্দশা নাকি মধ্যযুগীয় রাজরাজাদের কয়েদখানাকেও লজ্জা দিতে পারে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগীদের অভিমত এটা সম্ভব হচ্ছে হাবিলদার ও কারারক্ষীদের অন্যত্র বদলী না করার ফলে। জেলার বদল হয় আইন মাফিক, কিন্তু এরা মৌরসী পাট্টা নিয়ে জেলরক্ষীর গদিতে সেঁটে রয়েছেন। ফলে নতুন জেলারকে এঁদের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। তার উপর নাকি, উপরি রোজগারের ভাগ বাঁটোয়ারা আছে। জেলে খাদ্য সরবরাহের ঠিকাদারের সাথে এদের বেশ ভালরকমই অংশ ভাগ ব্যবস্থা আছে বলে কয়েদীদের কাছে জানা যায়। জেলখানার উঁচু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যে টুকু খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে জানা যায় এঁদের সহযোগিতায় ঠিকাদার নাকি কম খাদ্য সরবরাহ করে বেশী বিল আদায় করেন। সেই উপরি লাভের ভাগ পায় জেলার থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম কারারক্ষীরাও। হাবিলদার ও কারারক্ষীরা জেলের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কয়েদীদের দিয়েই পরিষ্কার করান পায়খানা ও নর্দমা। বিচারাধীন বা মেয়াদী কয়েদীদের মধ্যে যাঁরা মাপ পেতে চান তাঁদের আত্মীয় স্বজনকে এঁদের সাথেই ব্যবস্থা করে নিতে হয় অর্থের বিনিময়ে এ সংবাদ দিলেন জনৈক ভুক্তভোগী আত্মীয়। আসামীদের খাবারের পরিমাণ সম্বন্ধে জানা যায় প্রতিদিন সকালে ৫০ গ্রামেরও কম মুড়ি, দুপুরে ভরপেট ভাত দেওয়া হয় কিন্তু তারসাথে যে ডাল দেওয়া হয় তাতে ডাল খুঁজতে মাইক্রোস্কোপ লাগাতে হবে, তরকারী হিসাবে থাকে মাত্র দুগামচ (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

## জঙ্গিপুর পুরসভার যে খবর এতদিন চাপা ছিল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর পুরসভার নব নির্বাচিত বোর্ডের প্রথম সভায় কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিরোধী পক্ষ তুমুল ঝড় তোলে। বিরোধী পক্ষের প্রথম প্রশ্ন—১৩টি শিক্ষক পদের জন্য স্থানীয় ৩০০ জনের নাম কেন এক্সচেঞ্জ থেকে চাওয়া হয় ? ১৩টি পদের মধ্যে ৬টি সাধারণ পদ, ৬টি নতুন পদ (অনুমোদিত) এবং ১টি মৃত শিক্ষকের পদ। বিরোধী পক্ষের কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী বলেন—এক্সচেঞ্জ লিষ্ট অনুযায়ী নাম পাঠাবে। সেখানে স্থানীয় বা বাইরের কোন প্রশ্ন ওঠে না। সভায় প্রকাশ পায়—গত তিন বছর ধরে পুরসভায় তিনটি স্কুল অনুমোদন হয়ে পড়ে আছে। চালু করা হয়নি। ১৫নং ওয়ার্ডে গাড়ীঘাট এলাকায় ১টি, ইন্দিরা পল্লীতে ১টি ও ৪নং ওয়ার্ডের গফুরপুরে ১টি। স্কুলগুলো কেন চালু করা হয়নি জিজ্ঞেস করায় পুরপতি জানান—আমরা কোন ঘর পাইনি। পাল্টা প্রশ্ন—ঘরের ব্যাপারে পুর নাগরিকদের জানানো হয়েছিল কি ? পুরবোর্ড—সেটা অবশ্য হয়নি। কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী আরো জানান—কিন্তু মজার ব্যাপার ১৫নং ওয়ার্ডের ইন্দিরা পল্লীর স্কুলটিকে ১৪নং ওয়ার্ডের রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহে একজন শিক্ষককে অন্য স্কুল থেকে নিয়ে এসে গত ৫ জুন চালু করে দেওয়া হল। এবং স্কুল ভাড়া বাবদ রঘুনাথগঞ্জ স্কুল কর্তৃপক্ষকে এককালীন ৫০০০ টাকা এবং আসবাবপত্র বাবদ ১৬০০ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

## বাস ভাড়া বৃদ্ধি ষ্টপেজ নিয়ে অশান্তি

আহিরণ : সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের আর, টি-এর নির্দেশে বাস ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকাল বাসের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ৮½ পয়সা এবং সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ পয়সা ও এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ১০ পয়সা এবং সর্বনিম্ন ভাড়া ৫০ পয়সা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এই ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু ষ্টপেজেরও রদবদল করা হয়েছে। আহিরণ ব্যারেজের মত গুরুত্বপূর্ণ ষ্টপেজে বর্ত্তমানে কোন এক্সপ্রেস বাস না থামার ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষদের অযথা হয়রাণ হতে হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে গত ১৯ আগষ্ট সেখানে কয়েকটি এক্সপ্রেস বাসকে জোর করে থামানো স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বাস কর্মীদের বচসা হয়। পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে ঘটনা আয়ত্তে আসে। বেশ কিছুক্ষণ ৩৪নং জাতীয় সড়ক অচল হয়ে পড়ে। হঠাৎ ষ্টপেজের এই রদবদল সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়—বিভিন্ন এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিওদের সুপারিশ অনুযায়ী আর, টি, এ কর্তৃপক্ষ ষ্টপেজ ঠিক করেন।

## লাইন বসে ট্রেন চলাচল বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : আহিরণ ফিডার ক্যানেলের কাছে প্রায় ১০০ ফুট লাইন হঠাৎ বসে গিয়ে গত ১৪ আগষ্ট রাত্র থেকে এই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথা—রেল লাইনের মাটির নীচ দিয়ে গঙ্গার জল প্রবাহিত হওয়ায় এই বিপত্তি। লাইন ঠিক করার জন্য দিনরাত কাজ চলছে। এর আগেও নাকি এস্থানে রেললাইন বসে গিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্ত্তমানে আজিমগঞ্জ থেকে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন পর্যন্ত সকালে ও বিকেলে দুটি আপ ও দুটি ডাউন ট্রেন চালু রাখা হয়েছে।

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ড্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল

## 'সব ঝুট হ্যায়' ?

গত ১৫ই আগষ্ট দেশের সর্বত্র ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৯ বৎসর পূর্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একসময় যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই গত ; সে যুগের নূতন প্রজন্ম আজ বিদায়ী প্রজন্ম এ যুগের নব প্রজন্মকে তাঁহারা অতীতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং কাঙ্খিত বস্তুর কথা অনেক শুনাইবেন অথবা এই নব প্রজন্ম ইতিহাসের তথ্যাদি হইতে তাহা জানিতে পারিবেন, কিন্তু অতীতের কামনা এবং বর্তমানের প্রাপ্তির মানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইবেন। ১৯৪৭ সালের যুবকেরা ১৯৮৬ তে প্রৌঢ়ত্ব উপনীত হইয়া চারি দশকে এই স্বাধীন দেশের বেহাল অবস্থা দেখিয়া প্রচণ্ড আশাহত। তাঁহাদের তখনকার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি কি ইহাই ছিল যে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে দেশ ও জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য মানুষ তৈয়ারী করিতে হইবে ?

সে প্রতিশ্রুতি যদি থাকিয়া থাকে, তবে আজ তাহা ফলিতেছে। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে. আজিকার খণ্ডিত স্বাধীনতার জন্য বীর শহীদেরা সেদিন অক্লেশে ও নির্দ্বিধায় ফাঁসির রজ্জু বা ইংরেজের বুলেট বরণ করেন নাই। তাঁহাদের সাধনার ধন, ধ্যানের ভারত ছিল অখণ্ড স্বাধীন ভারত। কামনা ছিল এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীর। কিন্তু বৃটিশের কাম্য তাহা ছিল না। ভারতের শক্ত সবল মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দেবার জন্য কূট চক্রান্ত চালাইল তাহারা। লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে শিখাইয়া-পড়াইয়া এবং উপযুক্ত তালিম দিয়া বিভেদের রাজনীতির বিষ ছড়াইয়া কাজ হাসিল করিতে ভারতের বড়লাট করিয়া পাঠান হইল। তিনি আপন যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন। আজ দিকে দিকে তাহার ফলপ্রসূ হইতেছে। তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রদত্ত টোপ গিলিলেন। পতঙ্গ অগ্নিশিখা মুখী হইল ; অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবী এক বিশেষ প্রলোভনে নস্যাৎ হইয়া গেল। সেদিনের লোভ-স্বার্থ-সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়া আজ মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তখন এক বিরাট মর্মবেদনায় সুভাষচন্দ্রকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আর তাহাতে নরমপন্থীদের যথেষ্ট সুবিধা হইল। এক সময়ের মর্মবেদনার দীর্ঘশ্বাস আজ দিকে দিকে তুলিয়াছে নানা অশান্তি। লোভ, স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতির জটিল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া আধুনিক প্রজন্মের মনে একটিমাত্র প্রশ্ন—এই কি সেই স্বাধীনতা যাহার জন্য ফাঁসির মঞ্চে একদা জীবনের জয়গান গাওয়া হইয়াছিল ? অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত দেশ। আর সবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে মহৎ আদর্শের মূল্যবোধহীনতা। ইহার ফলশ্রুতি এক নির্লজ্জ স্বার্থান্ধতা। দেশমাতৃকার দেহ খাবলান শুরু হইয়াছে। বহিঃশত্রু এক দিকে. অন্যদিকে দেশের বিভেদকামী মানুষ এই খণ্ডযজ্ঞে সামিল হইয়াছে, আর তাই চলিতেছে নানা প্রান্তে হত্যা এবং অভ্যন্তরীণ সর্বনাশের ক্রিয়াকলাপ। কোথায় কবির স্বপ্নের 'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান/জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ' !

তাই কি এই 'আজাদী ঝুট হ্যায়' ? আসমুদ্র হিমাচল যে স্বাধীনতার জন্য অতীতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সেই পবিত্রভূমিকে টুকরা টুকরা করিতে বদ্ধপরিকর এবং জাতি হিসাবে আত্মহননের পথ করিতেছে এই দেশেরই মানুষ।

## "এই অনশন আমার শেষ অনশন হোক"

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষাল

"১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীর ঘটনার পরিপূরক হলো পরের দিনের ঘটনা। করাচী বন্দর থেকে জাহাজে উঠলো শেষ বৃটিশ সৈনিক। দুশো বছর বাদে রাহু মুক্ত হলো দেশ। মনে হলো প্রথম সত্যাগ্রহীর অপসারণ ও শেষ বিদেশী সৈনিকের অপসারণ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গান্ধীজী জন্মেছিলেন যে কাজটা করতে সেটিও ফুরলো আর তার আয়ুও ফুরলো।"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট রাত্রি ১২টা স্বাধীন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করলো। ভারত বিদেশী শাসনমুক্ত হলো—দীর্ঘ দুশো বছরের সংগ্রাম জয়লাভ করলো কিন্তু কি তিক্ত সেই স্বাধীনতার স্বাদ। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছে সমস্ত জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে কংগ্রেস আর যেহেতু মুসলিম লীগে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সমর্থন জানাচ্ছে সেইহেতু ধরে নেওয়া যায় ভারত বিভাগ হিন্দু মুসলমান মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি তাই ? বিভাগের পূর্বের আর পরের ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে এই বিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন উঠে এরাই কি সারা ভারতের প্রতিনিধি ? এর বাইরে যারা তারা হিন্দু হোক শিখ হোক বা মুসলমানই হোক তারা অনেকেই নিঃসংশয়ে এই বিভাগ মেনে নিতে চায়নি, তারা চায়নি সত্যিই ভারত দ্বিখণ্ডিত হোক এবং ভারত বিভাগ যখন একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়াল মুসলিম লীগের বহু পৃষ্ঠপোষকও এর ঘোর বিরোধিতা ও আপত্তি জানালেন এবং বিভাগের ফলাফল সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। আবুল কালাম আজাদ বলেন খোলা মনে প্রাণে কংগ্রেসও ভারত বিভাগ মেনে নেয়নি গান্ধীজীও বলেছিলেন "The partition will come on my dead body". অনেকে নিছক ক্রোধবশত আবার অনেকে হতাশাবশতঃ এই দ্বিখণ্ডীকরণ মেনে নেন। যাদের ভয় পেয়ে বসে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে নিতে পারে না। ভারত বিভাগের সবচেয়ে সমর্থক ছিলেন সর্দ্দার প্যাটেল কিন্তু তিনিও বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি যে ভারতের সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে এই ভারত বিভাগ ব্যবস্থা। শুনা যায় তাঁর অহংবোধে আঘাতের ফলে এবং ক্রোধবশতই তিনি এই প্রস্তাব মেনে নেন। তাঁর প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী 'ভেটো' আনার দরুণ তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং নিছক বিকল্প পথ না পেয়ে প্রচণ্ড ক্রোধবশতই এই ভারত বিভাগ তিনি সমর্থন করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানের অস্তিত্ব একদিন না একদিন শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে এবং সেদিন আজকের পাকিস্তান সমর্থক এই এক গুঁয়ে যুক্তিহীন মুসলমানেরা একটা তিক্ত শিক্ষা তা হতে লাভ করবে। ভারত থেকে বেরিয়ে যাবে যে সব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল তারা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে পতিত হবে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট যেদিন পাকিস্তান জন্মলাভ করল সেইদিনই দেশের মানুষের ভারত বিভাগের সমর্থন তাদের কত ভ্রান্ত ছিল তার পরীক্ষা হলো। সারা ভারতবাসী যদি স্বেচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে এই বিভাগ মেনে নিত তাহলে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বাংলাদেশের সব মানুষ ঐ ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের মত জয়োল্লাসে ফেটে পড়তো। কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত ভারত বিভাগ প্রস্তাব যে সারা ভারতবাসীর সিদ্ধান্ত নয়—তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

এদিকে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের জয়োল্লাসের দিন আর ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের হিন্দু ও শিখদের শোক প্রকাশের দিন। এ শোক শুধু অধিকাংশ শিখ ও হিন্দুর নয়, এ শোক কংগ্রেসের অনেক বড় বড় নেতাদেরও। আচার্য্য জে বি কৃপালনী তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, তিনি সিন্ধুবাসী, তিনি বিবৃতি দিলেন যে আজকের দিন ভারতবর্ষের ধ্বংস ও শোকের দিন। পাকিস্তান জুড়ে হিন্দু ও শিখরাও সেই মনোভাবই প্রকাশ করল। অদ্ভুত অবস্থা। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস ভারত বিভাগের অনুকূলে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে অথচ সারা ভারতবর্ষ এই নিয়ে শোক প্রকাশ করছে। একটা প্রশ্ন জাগে ভারত বিভাগের পূর্বে কেন জনগণের প্রবল আপত্তি উঠলো না ? যা পরবর্তীতে অধিকাংশ মানুষের নিকট ভুল সিদ্ধান্ত বলে প্রতিপন্ন হলো তা এত ব্যস্ততার মধ্যে গৃহীত হলোই বা কেন ? আবুল কালাম আজাদ পরামর্শ দিয়েছিলেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে স্থির ও ধীর মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, ব্যস্ততার মধ্যেও সে পরামর্শ ভেবে দেখা হয়নি। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে ক্রোধ ও হতাশাই তখন (৩য় পৃষ্ঠায়)

## শেষ অনশন হোক

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টি অবরোধ করেছিল। এমনও হতে পারে মাউন্টব্যাটেন যে ভারত বিভাগের দিন ১৫ই আগষ্ট স্থির করে ফেলেছিলেন তাই সকলে সম্মোহিত হয়ে গ্রহণ করেছিল। সব থেকে হাস্যজনক অবস্থা হলো সেইসব মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের যারা ভারতেই রয়ে গেলেন আর এদিকে জিন্না সাহেব করাচীর পথে পাড়ি জমালেন তার পরিত্যক্ত শিষ্যদের উদ্দেশ্যে এই বিদায়-বাণী রেখে যে যেহেতু ভারত বিভক্ত হয়েছে সেইহেতু যে সব মুসলমান ভারতে রয়ে গেলেন তারা ভারতের প্রতি অনুগত ও অনুরক্ত থাকবেন। এদের অসহায় অবস্থা অনুমান করতে কষ্ট হয় না; এরা ক্রোধে ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন, বললেন জিন্না সাহেব তাদের প্রতারিত করেছেন কিন্তু জিন্না সাহেব ত বরাবর খোলাখুলিই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়েই পাকিস্তান গঠনের কথা বলেও প্রচার করে আসছিলেন, তিনি ত লোক বিনিময়ের কথা বলেননি। তাই তাদের গোড়াতেই গলদ ছিল অর্থাৎ 'পাকিস্তান' শব্দের অর্থই তাদের নিকট পরিষ্কার ছিল না। তাই তারা দেখলেন বস্তুতঃপক্ষে তারা কিছুই ত পেলেন না উপরন্তু সবই হারিয়ে বসে থাকলেন, এবং পূর্বাপেক্ষা তাদের অবস্থা আরও অসহায় হয়ে দাঁড়াল। যাইহোক ভারত বিভাগের দুঃখ ভুলে হিন্দু ও শিখ সাময়িক উল্লাসে মেতে উঠলো। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে প্রমত্ত আনন্দের উন্মাদনা মানুষকে মাতাল করে রাখল—পরদিন ঘোর যখন কাটল, সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, হিংসা লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলিম নরনারীর উপর নেমে এল অকথ্য নির্য্যাতনের অন্ধকার। পশ্চিম পাঞ্জাব হতে গান্ধীজীর নিকট সংবাদের পর সংবাদ আসতে লাগলো হিন্দু শিখদের উপর মুসলমানদের অবাধ অত্যাচার। ভারত বিভাগের পূর্বে সৈন্যরা সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল, এক্ষণে ভারত বিভাগের পর তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সুতরাং সাধারণ মানুষের অবস্থা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। নেতারা দেখলেন কোন শক্তি দিয়েই এই অবাধ নিধন যজ্ঞ ঠেকানো যাবে না, সারা দেশ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তারা নীরবে দাঁড়িয়ে অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করতে লাগলেন, হতবাক হয়ে গেলেন। এই বিপদে এগিয়ে এলেন মাউন্টব্যাটেন যে দুর্জয় শক্তি ও সাহস নিয়ে তিনি ভারত বিভাগ করেছিলেন ততোধিক শক্তি ও সাহস নিয়ে ভারত বিভাগ জনিত এই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া—এই দাঙ্গার মোকাবিলা তিনি করলেন, কঠোর হাতে অতি দ্রুত ও প্রশংসনীয়ভাবে দাঙ্গা স্তব্ধ ও শান্ত করে শৃংখলা স্থাপন করলেন। জহরলালও ঐ সঙ্গে সুদক্ষ শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এই কদিন গান্ধীজী কী অমানুষিক মানসিক দুঃখ বোধের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করেছেন তা তাকে না দেখলে বুঝা যায় না, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দিল্লীতেও সেই একই অরাজক অবস্থা। একের পর এক দু:সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছাচ্ছে। কখনও সর্দার প্যাটেল, কখনও জহরলাল, কখনও বা আবুল কালাম আজাদকে ডেকে উদ্বেগের সঙ্গে সংবাদ নিচ্ছেন। সংখ্যালঘু অগণিত মুসলমানের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনি অসহায়, বিচলিত বোধ করছেন। হায়, এই স্বাধীনতা কী তিনি চেয়েছিলেন? এই নিধন যজ্ঞ।

সর্দার প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী আর অন্যদিকে আবুল কালাম আজাদ ও জহরলাল। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা এই দুইভাগে বিভক্ত থাকার ফলে কর্মচারীরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন এবং প্রধানতঃ সর্দারজীকেই সর্বাধিক সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল এইসব কর্মচারীদের। দিল্লীর প্রধান কমিশনার ছিলেন একজন মুসলমান, তাই তিনিও মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অবাধ পৈশাচিক অত্যাচার চোখের উপর দেখেও কড়া শাসন ব্যবস্থা নিতে পারছিলেন না। (চলবে)


# স্বাধীনতা দিবসের শপথ

জাতীয় সংহতি রক্ষা ও সুদৃঢ় করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সংকল্পবদ্ধ। স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা সমবেতভাবে সামাজিক ও ভাবগত ঐক্যসাধনে এবং জাতীয় সংহতি সুরক্ষার সংকল্পে ব্রতী হই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।


## বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর মহকুমা অন্তর্গত বসবাসকারী সকল ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তিদের এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বার্ষিক আয় ৬,০০০ টাকা তাহাদের যাবতীয় বিষয় সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা রুজু করা সম্পর্কে আইনানুগ পরামর্শ গ্রহণ, বা মোকর্দ্দমা পরিচালনা বিষয়ে আইনজীবী নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে আর্থিক অক্ষমতা প্রকাশ করতঃ স্ব স্ব এলেকার অঞ্চলে প্রধান বা পঞ্চায়েত সভাপতি, কমিশনার বা পৌরপিতার নিকট হইতে আয় সম্পর্কে সার্টিফিকেটসহ স্থানীয় জঙ্গিপুর কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনে গঠিত লিগ্যাল এইড্ এণ্ড এ্যাড্ভাইস কমিটির সম্পাদক বা সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদনপত্র পেশ করার জন্য, আহ্বান করা যাইতেছে।

মুক্তা ঘোষাল, ১৬-৮-৮৬
সম্পাদক, জঙ্গিপুর কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশন ও জঙ্গিপুর কোর্ট লিগ্যাল, এইড্ এণ্ড এ্যাড্ভাইস কমিটি।

### ১৫ আগষ্টে স্মরণে

গত ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্যে জঙ্গিপুর উপ-বিভাগের নানাস্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কালিদাস চ্যাটার্জী। পরে বহরমপুরের শিল্পীদের দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন ও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সাগরদীঘির সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ এই ব্লকের সর্বত্র বৃক্ষরোপণ, ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ঐ দিনটি পালিত হয়। মনিগ্রাম সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের শিশুরা, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ও বিষ্ণুপুর ইয়ং ক্লাবের সভ্যবৃন্দ প্রভাতফেরী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি পালন করে।

বালিয়া গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন মনিগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুলে ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন রঘুনাথগঞ্জ স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে জাতীয় সংহতি দিবস পালন করে। ভারতের দিকে দিকে গজিয়ে উঠা সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা। ফরাক্কা ইউথ ক্লাবের উদ্যোগে ঐ দিন বেনিয়াগ্রাম চৌকির একটি রাস্তা মেরামত করা হয়। ফরাক্কা এন, টি, পি, সি ও রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল খেলায় এন, টি, পি, সি অগ্নিফৌজকে ১ গোলে পরাজিত করে।

### এতাদন চাপা ছিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে মৃণালবাবু পুরপতিকে প্রশ্ন করেন—বৎসরের মাঝামাঝি একজন শিক্ষককে অন্য স্কুল থেকে নিয়ে এনে ছাত্র শূন্য স্কুলে তাঁকে দিয়ে কি কাজ করান হবে? উত্তরে পুরপিতা বলেন—ছাত্র ধরা। তার উত্তরে মৃণালবাবু বলেন—বছরের মাঝামাঝি ছাত্র ধরা যাবে না; তবে এখন বর্ষাকাল ব্যাঙ ধরা হবে? অনৈক বিরোধী কমিশনার বলেন—স্কুল চালু হবার পূর্বেই ২০০ টাকা করে মাসিক ঘর ভাড়া গোনা, ১৬০০ টাকা আসবাবপত্রের জন্য খরচের কোন যুক্তি নাই। জনগণের টাকা হরির লুঠের মতো অপচয় করার অধিকার পুরসভাকে কে দিল?

### খবর রাখেন কি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক অপূর্ব কুমড়োর ঘ্যাঁট। রাত্রে ওজনহীন চারখানা হাতরুটি ও ঐ একই তরকারী। প্রত্যেক শনিবার দেওয়া হয় মাংস। কিন্তু কয়েদীরা জানান, তাতে মাংস থাকে না থাকে এক টুকরো হাড় এবং ঝোলে থাকে মশলার পরিবর্তে লবণ গোলা লঙ্কা আর হলুদ জল। পূর্বে এখানে জেল ভিজিটরসরা মাঝে মধ্যে জেল পরিদর্শন করতেন। সে পাটও বর্তমানে উঠে গেছে। অবশ্য মহকুমা শাসক প্রতিদিন ডায়েটের খাতায় সহি দেন বলে জানা গেছে। কিন্তু উঁচু দেওয়ালের অভ্যন্তরে কি চলছে তার খোঁজ নিশ্চয়ই তিনি রাখেন না? কারণ ওরা তো মানুষ নয় ওরা কয়েদি! এদিকে কাগজে কাগজে জেল মন্ত্রীর বিবৃতি মাঝে মধ্যেই চোখে পড়ে—তিনি মুক্ত জেল করবেন। রাজ্যের কারাগুলির সার্বিক উন্নতিও ঘটাবেন। জঙ্গিপুর সাবজেলের এই অমানুষিক অব্যবস্থায় তাঁর ওই বিবৃতির কোন মূল্য কি সাধারণ মানুষ দেবে?

### সময়মত পুলিশ এসেও ডাকাত ধরা পড়লো না!

ধুলিয়ান: গত ৩ আগষ্ট রাত্রি ১১টা নাগাদ জাতীয় সড়কের পার্শ্বে পেট্রোল পাম্পের কাছে হোটেলে ডাকাত পড়েছে খবর পেয়ে সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ ছুটে আসে। তিনজন অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী হোটেলের সামনের দিক থেকে ডাকাত দলকে আক্রমণ করলে তারা ৬/৭টি বোমা ফাটায়। পুলিশও পাল্টা দশ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। বোমার ধুঁয়ার আড়ালে পিছনের পাঁচিল টপকে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। সংবাদে প্রকাশ উক্ত ডাকাতদল কলকাতার কয়েকজন ব্যবসাদারের খোঁজে হোটেল আক্রমণ করে। তারা ওদিকে না পেয়ে হোটেলের আট হাজার টাকা ও খদ্দেরদের টাকা, হাতঘড়ি কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়।


**ধানী জমি বিক্রয়**

রঘুনাথগঞ্জ থানায় ঘোড়শালা মাঠে ১৮ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কায় ভাড়াসহ (মাসিক ২১০০) একটি R/H জীপ সত্বর বিক্রয় আছে, যোগাযোগ করুন।

অনিল কর্মকার
(সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

নিখুঁত টিভি
**প্যানোরামা**
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা:
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বি . টিভি সারভিসিং করা হয়।

**বিয়ের যৌতুক, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্যে সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার**

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে

**সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস**
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

**দাস ব্যাটারী কোং**
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টারেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন: আর জি জি ১৫৫

**গেঞ্জি ফ্যাক্টরী বিক্রী**
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় একটি চালু গেঞ্জি ফ্যাক্টরী বিক্রি আছে। অনুসন্ধানের ঠিকানা—
সাহা ক্লথ ষ্টোর
প্রোঃ প্রভাতকুমার সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া

**যৌতুকে VIP**
**সকল অনুষ্ঠানে VIP**
**ভ্রমণের সাথে VIP**
**এর জুড়ি কি আর আছে!**
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

**বসন্ত মালতী**
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী





রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।